13

দৈনিক বাংলা

তারিখ 26 OCT 1995
পৃষ্ঠা ১৮ কলাম ৮

পটুয়াখালীতে কৃষি শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ পটুয়াখালী।- প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক ও শিক্ষা উপকরণের অভাবে পটুয়াখালী জেলার মাধ্যমিক ও নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বাধ্যতামূলক কৃষি শিক্ষা কার্যক্রম দারুণ ব্যাহত হচ্ছে।

সরকার ১৯৯৪ সন থেকে দেশের সকল মাধ্যমিক ও নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে কৃষি শিক্ষা বিষয় বাধ্যতামূলকভাবে চালু করে। এ কর্মসূচীর আওতায় পটুয়াখালী জেলার ১৮৪টি মাধ্যমিক ও ৩২টি নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে কৃষি শিক্ষা চালু করা হয়। এ সকল বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রী সংখ্যা প্রায় ৭১ হাজার।

জানা গেছে, জেলা শহরের দু'একটি বিদ্যালয় ছাড়া কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কৃষি বিষয়ক শিক্ষক নেই। এ সকল বিদ্যালয়ে কৃষি শিক্ষক নিয়োগের কোটা বরাদ্দ না থাকায় এবং বিষয় ভিত্তিক প্রশিক্ষণধারীদের অভাবে কৃষি শিক্ষক নিয়োগ করা সম্ভব হচ্ছে না। তবে বিদ্যালয়গুলোর একজন করে বিজ্ঞান শিক্ষককে ১০ দিনে স্বল্পকালীন কৃষি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। একটি বিদ্যালয়ে একজন মাত্র শিক্ষককে তার নির্ধারিত বিষয়ে পাঠদানের পর ৫টি শ্রেণীতে কৃষি বিষয় পাঠদান আদৌ সম্ভব হচ্ছে না। তাছাড়া, এই স্বল্পকালীন প্রশিক্ষণে অর্জিত জ্ঞানে এক বছরের পাঠ্যক্রমে শিক্ষাদান কতটুকু সফল হচ্ছে তাও প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

অপরদিকে, পল্লী এলাকার বিদ্যালয়গুলোতে কৃষি শিক্ষার ব্যবহারিক উপকরণ নেই বললেই চলে। কিছু থাকলেও হাতে-কলমে শিক্ষা দেয়ার কৃষি শিক্ষক নেই। এ অবস্থায় ঐ সকল বিদ্যালয়ের এসএসসি পরীক্ষার্থীদের কৃষি বিষয়ের ব্যবহারিক পরীক্ষা দেয়ায় অসুবিধার সম্মুখীন হওয়ার আশংকা রয়েছে।

কৃষি শিক্ষার এই অবস্থায় সবচেয়ে বেশী বিপাকে রয়েছে ছাত্রীরা। তাদের জন্য কৃষি বিজ্ঞান উন্মুক্ত রাখা হয়েছে। যে সকল বিদ্যালয়ে গার্হস্থ্য বিজ্ঞানের শিক্ষক রয়েছেন সে সমস্ত বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা কৃষি বিজ্ঞানের পরিবর্তে গার্হস্থ্য বিজ্ঞান নিতে পারবে। একমাত্র জেলা শহরের বিদ্যালয় ছাড়া গ্রামের বিদ্যালয়ে গার্হস্থ্য বিজ্ঞান শিক্ষক নেই।